মেহেরপুরে ছাত্র-জনতার শহীদদের স্মরণে বিএনপি’র মৌন মিছিল

২০২৪ সালের ২৪ জুলাই ও আগস্টে ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনে নিহত শহীদদের স্মরণে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে এক মৌন মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে মৌন মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক আলহাজ্ব জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আনসারুল হক, আলমগীর খান ছাতু, ওমর ফারুক লিটন, আখেরুজ্জামান, মকবুল হোসেন মেঘলা, রেজাউল হকসহ জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

বক্তারা বলেন, ২০২৪ সালের আন্দোলনে যারা প্রাণ দিয়েছিলেন, তারা ছিলেন গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার রক্ষার সাহসী যোদ্ধা। শহীদদের স্মরণ করেই বর্তমান প্রজন্মকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার সংস্কারের আন্দোলনকে জোরদার করার আহ্বান জানানো হয়।

গাংনী চিৎলা পাট বীজ খামারের অনিয়মের সংবাদ করায় সাংবাদিকের নামে মিথ্যা মামলা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চিৎলা পাটবীজ খামারে ‘নাজিম বাহিনীর’ দখলদারি, সরকারি সম্পদ লুট ও দুর্নীতির বিষয়ে একটি অনুসন্ধানী

প্রতিবেদন প্রকাশের জেরে সাংবাদিক মাহাবুল ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা মানহানির মামলা দায়ের করা হয়েছে। তিনি দৈনিক দেশতথ্য ও দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার প্রতিনিধি এবং গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সদস্য।

গত সোমবার “সময়ের সমীকরণ” পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে চিৎলা সরকারি পাটবীজ খামারে চলমান অনিয়ম, সম্পদ লুট, শ্রমিক হয়রানি ও একটি প্রভাবশালী চক্রের কর্তৃত্বের বিষয়টি প্রকাশিত হয়। এর দুই দিন পর নাজিম, বকুল ও এক অজ্ঞাত ব্যক্তি মিলে, খামারের যুগ্ম পরিচালক (জেডি) মোর্শেদুল ইসলামের ইন্ধনে, সাংবাদিক মাহাবুল ইসলামের বিরুদ্ধে মেহেরপুর আমলী আদালতে (গাংনী) একটি মানহানির মামলা করেন।

ঘটনাটি জানাজানি হলে স্থানীয় সাংবাদিক মহল, মানবাধিকারকর্মী এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়।

গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সিনিয়র সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন বলেন, “যে সাংবাদিক সাহসের সঙ্গে দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরেছেন, তাকে মামলা দিয়ে হয়রানি করে দুর্নীতিবাজদের রক্ষা করা হচ্ছে। এটি স্বাধীন সাংবাদিকতার ওপর সরাসরি হামলা।”
অভিযোগ উঠেছে, চিৎলা পাটবীজ খামারের অনিয়ম নিয়ে লিখলেই সেই সাংবাদিককে হুমকি ধামকি দেয়া হয়।

সাংবাদিক মাহাবুল ইসলাম জানান, “চিৎলা পাটবীজ খামারে বর্তমান জেডি মোর্শেদুল যোগদানের পর তার দেহরক্ষী নাজিম উদ্দিন, তার সহযোগী বাঁশবাড়িয়া গ্রামের বকুল, জাব্বার আলী, আঃ সালাম, মো. মুছা, জুগিন্দা গ্রামের শফিকুল ইসলাম ও তার ভাই আমজাদসহ কয়েকজন মিলে সরকারী এই বীজ খামারটিকে পৈতৃক সম্পতি মনে করে গড়ে তুলেছেন এক নয়া রাজত্ব।

তিনি জানান, এই চক্রের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশের আগের দিন মামলার ২ নম্বর বাদী বকুল তাকে নিউজটি না করার জন্য অনুরোধ করেন এবং সন্ধ্যায় কফি হাউজে দাওয়াত দেন। কিন্তু তিনি দাওয়াত গ্রহণ না করে সংবাদটি প্রকাশ করেন। এর ফলেই ওই চক্রটি প্রতিশোধমূলক এই মামলা করে।

মাহাবুল আরও জানান, প্রতিবেদন প্রকাশের পরের দিন শ্রমিক শফিকুল ইসলাম তার গ্রামের বিভিন্ন লোকের মাধ্যমে হুমকি দিয়েছেন।

এদিকে, চিৎলা পাটবীজ খামারে চলমান লুটপাট ও অনিয়মের বিষয়টি তদন্ত করে দুর্নীতিবাজদের শাস্তির আওতায় আনার দাবিও জানিয়েছে স্থানীয় এলাকাবাসী। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কেউ কেউ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

জেলায় দাখিলে পাশের হার ৩২.৮৯ শতাংশ, জিপিএ মাত্র একজন

মেহেরপুর জেলায় মাদ্রাসা শিক্ষা মান বেহাল অবস্থায় পরিণত হচ্ছে। দাখিল পরীক্ষায় গত বছরের তুলনায় এ বছর পাশের হার কমেছে ৪২ শতাংশ। ৩৩ পেয়ে পাশ করার মত ফলাফলও হয়নি ২০২৫ সালের দাখিল পরীক্ষায়। জেলায় ২৫টি মাদ্রাসা থেকে ৬৯০ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ২২৭ জন। পাশের হার মাত্র ৩২.৮৯ শতাংশ। যেখানে পাশ মার্ক নির্ধারণ হয় ৩৩ এ।

এর মধ্যে সদর উপজেলায় ১১টি মাদ্রাসা থেকে ৩২৬ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ১০৫ জন। জিপিএ ৫ পায়নি কেউ। এ উপজেলায় পাশের হার ৩২ শতাংশ। গাংনী উপজেলার ১০ টি মাদ্রাসা থেকে ২৮০ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ৮৮ জন। এ উপজেলায় জিপিএ ৫ পেয়েছে ১ জন। পাশের হার আর কম ৩১.৪২ শতাংশ। এ উপজেলায় শতভাগ ফেল করেছে এমন মাদ্রাসাও আছে একটি। তুলনামূলক ভালো অবস্থানে মুজিবনগর উপজেলা। এ উপজেলায় ৪টি মাদ্রাসা থেকে ৮৪ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ৩৪ জন। জিপিএ ৫ না পেলে পাশের হার ৪০.৪৭ শতাংশ।

গত বছর ২০২৪ সালের দাখিল পরীক্ষায় জেলা থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলো ৬৫৩ জন। পাশ করেছিলো ৪৮৫ জন। পাশের হার ছিলো ৭৪.২৩ শতাংশ। জিপিএ ৫ পেয়েছিলো ১১ জন।

মেহেরপুর জেলার ২০২৪ ও ২০২৫ সালের দাখিল পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে এ চিত্র পাওয়া গেছে। ফলাফল বিপর্যয় ঠেকাতে শিক্ষার অনুকুল পরিবেশ, অভিভাবকদের সচেতনতা ও শিক্ষকদের আরও দায়িত্বশীল হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

করেছে ৬ জন। পাশের হার ২৮.৫৭ শতাংশ। মানিকদিয়া আগারপাড়া আলিম মাদ্রাসায় ৩২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ১৫ জন। পাশের হার ৪৬.৮৭ শতাংশ । পীরতলা দাখিল মাদ্রাসায় ১৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে কেউ পাশ করে নি। আইদা কলিম দাখিল মাদ্রাসায় ৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৮ জন। পাশের হার ২৬.৬৬ শতাংশ। বামুন্দী দাখিল মাদ্রাসায় ২০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ১ জন। পাশের হার ৫ শতাংশ।

শতভাগ ফেল করা গাংনীর পীরতলা দাখিল মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী শরিফুল ইসলাম বলেন, “কেন যে কেউ পাশ করলো না বুঝতে পারছি না। গতবছর ১৮ জন পরীক্ষা দিয়ে ৭ জন পাশ করেছিলো। আমাদের আশা ছিলো এবারও ৬/৭ জন পাশ করবে। ”
সদর উপজেলা মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি দাখিল মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী মোহাম্মদ আলী লাল্টু বলেন, “সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত, দুর্বল সন্তানকে অভিভবাবকরা মাদ্রাসায় ভর্তি করেন। মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয়ে অভিভাবকরা অসচেতন। এছাড়া সাধারণ শিক্ষার থেকে মাদ্রাসার শিক্ষার সিলেবাস বেশি। ফলে একেতো দুর্বল শিক্ষার্থী তার উপরে সিলেবাসের চাপ যে কারণেই মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “এর মধ্যে থেকেও শিক্ষকরা দুর্বল শিক্ষার্থীদের ক্লাস নিয়ে চেষ্টা করছেন তাদের লেখাপড়ার মান উন্নয়ন করার। তবে কয়েক বছরের তুলনায় এ বছর রেজাল্ট বেশি খারাপ বলেও তিনি স্বীকার করেন।”

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, “ যশোর বোর্ডে সবনিম্ম পাশের হার মেহেরপুরে। মাদ্রাসার অবস্থা আরও খারাপ। যা দেখে মেহেরপুর জেলার সার্বিক শিক্ষার মানের অবস্থা প্রতিফলিত হচ্ছে। শুধু শিক্ষকদের দায়ই নয়, অভিভাবক এবং শিক্ষার অনুকুল পরিবেশ তৈরিতে আমাদের সমাজকেও এর দায় নিতে হবে। না হলে শিক্ষার এ বিপর্যয় থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো না। পাশের জেলাগুলোতে ভাল ফলাফল হচ্ছে অথচ মেহেরপুরে কেন হচ্ছে না, তা অবশ্যই খতিয়ে দেখে সেই পরিবেশ তৈরি করতে হবে, তবেই মাদ্রাসাসহ সবক্ষেত্রে শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব হবে।”

মেহেরপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো: হযরত আলী বলেন,“শুধু মাদ্রাসা না জেলাতেই এবার এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফলাফল খারাপ

হয়েছে। আমি সকল মাদ্রাসা ও স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সুপারদের ডাকবো। কিভাবে আগামী বছর থেকে ভালো ফলাফল করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।”

মেহেরপুরে জেলা যুবদলের বিক্ষোভ মিছিল

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নির্লিপ্ততায় সারা দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা যুবদল।

বৃহস্পতিবার(১৭ জুলাই) বিকালে মেহেরপুর পাথর গেটের সামনে থেকে জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওসার আলীর নেতৃত্বে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কলেজ মোড়ে এসে শেষ হয়।

এ সময় বিক্ষোভ মিছিলে জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মোশাররফ তপু, এস এ খান শিল্টু, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল ইসলাম, সদর থানা যুবদলের আহ্বায়ক লেয়াকত আলী, সদর থানা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাহিদুল ইসলাম, যুবদল সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স সহ গাংনী উপজেলা, মুজিবনগর উপজেলার সকল ইউনিটের যুবদলের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

এ সময় বিক্ষোভ মিছিল শেষে জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউসার আলী তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নির্লিপ্ততায় সারা দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে দুঃখ প্রকাশ করেন সেই সাথে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে নিয়ে কটুক্তি করায় তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ করেন, এবং অতিদ্রুত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবী জানান।

মেহেরপুরের গাংনীতে জামায়াতের মিছিল

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ৭ দফা দাবি আদায় ও গোপালগঞ্জে হামলার প্রতিবাদে, ঢাকায় জামায়াতের কেন্দ্রীয় সমাবেশকে স্বাগত জানিয়ে মেহেরপুরের গাংনীতে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৭ জুলাই) বিকেলে গাংনী উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে মিছিলটি গাংনী হাইস্কুল মাঠ থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির ডা. মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, সেক্রেটারি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, মেহেরপুর-২ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী নাজমুল হুদা, পৌর জামায়াতের বাইতুল মাল সম্পাদক জিল্লুর রহমান, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও জামায়াত নেতা মো. আলম হোসাইন, গাংনী পৌরসভার কাউন্সিলর আলমগীর হোসেনসহ জামায়াতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরে জেলা যুবদলের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নির্লিপ্ততায় সারা দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা যুবদল।

বৃহস্পতিবার বিকালে মেহেরপুর সড়ক বিভাগের সামনে থেকে জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদের নেতৃত্বে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি বাবু সাবের, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান রোকন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সুজন, সহ-সাধারণ সম্পাদক শামীম রেজা, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ইসমাইল হোসেন, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনি সহ জেলা যুবদলের নেতৃবৃন্দরা।

এর আগে মেহেরপুর সড়ক বিভাগের সামনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নির্লিপ্ততায় সারাদেশ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনীতির কারণে সমাবেশ করা হয়।

মুজিবনগরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক

মুজিবনগরে লেখাপড়ার মান উন্নয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শিফাত মেহেনাজ।

বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটার দিকে উপজেলার শিবপুর আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ভবানীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে লেখাপড়ার খোজ খবর নেন।এবং শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল, সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত রত্ন, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দীন আল আজাদ, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান, উপজেলা প্রকৌশলী এমদাদুল হক উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শন শেষে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গাছ রোপনের উদ্বোধন করেন।

মুজিবনগরে উপকারভোগীদের মাঝে বিভিন্ন উপকরণ সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় ২০২৪-২৫ অর্ধবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীদের মাঝে বিভিন্ন উপকরণ সামগ্রী বিতরণ করেছে উপজেলা প্রশাসন।

বৃহস্প্রতিবার মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গরীব কৃষক, এবং গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে এ সকল উপকরণ সামগ্রী বিতরন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এ সকল উপকরণ সামগ্রী বিতরন করেন।

উপকরণ সামগ্রী বিতরন অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত রত্ন,মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দীন আল আজাদ,প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান,উপজেলা প্রকৌশলী এমদাদুল হক, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রমুখ।

এ সময় মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে খেলার সামগ্রী হিসাবে ১০০ টি ফুটবল,১২ টি ভলিবল,ও ১২ টি ক্রিকেট সেটসহ ৭০০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা দেওয়া হয় ।

এছাড়া গরীব, মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে ৩০ টি বাই সাইকেল, কৃষকদের মাঝে ৪০ টি বিষ দেয়া স্প্রে মেশিনও গরীব মেয়েদের মাঝে ২২ টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

গাংনীতে জেলা পর্যায়ে জাতীয় কুরআন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনীতে জেলা পর্যায়ে বাছাইপর্ব জাতীয় হিফজুল কুরআন প্রতিযোগীতা-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৭ জুলাই) দুপুরে গাংনীর সন্ধানী স্কুল পাড়ার নুর মোহাম্মদ রাবেয়া দারুল উলুম হাফিজিয়া মাদ্রাসায় এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

আহলুস্ সুন্নাহ হুফ্ফাজ ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ জেলার বিভিন্ন কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নিয়ে এই প্রতিযোগীতার আয়োজন করে। কুরআন প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নুর মোহাম্মদ রাবেয়া দারুল উলুম হাফিজিয়া মাদ্রাসার চেয়ারম্যান মোঃ এনামুল হোসেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, আহলুস সুন্নাহ হুফ্ফাজ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রশিক্ষন সেন্টারের প্রশিক্ষক হাফেজ ক্বারী হাফিজুর রহমান রাফি।
বিশেষ অতিথি ছিলেন গাংনী তালিমুল কুরআন একাডেমীর অধ্যক্ষ ও দারুসসালাম জামে মসজিদের খতিব মাওলানা হাফেজ রুহুল আমিন, দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকার গাংনী উপজেলা সংবাদদাতা প্রকৌশলী রাশিদুল ইসলাম বোরহান।
অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নুর মোহাম্মদ রাবেয়া দারুল উলুম হাফিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক আলহাজ্ব হাফেজ মোঃ আমজাদ হোসেন, শিক্ষক হাফেজ মাওলানা আরিফুল ইসলাম, হাফেজ আব্দুল্লাহ আল মামুন, সমাজ সেবক হাসান সাঈদ সরোয়ার, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মনিরুল ইসলাম, সাজ সেবক মোঃ আকবর হোসেন প্রমুখ।
প্রতিযোগিতায় গাংনীর নুর মোহাম্মদ রাবেয়া দারুল উলুম হাফিজিয়া মাদ্রাসা, ছাতিয়ান হাফিজিয়া ক্বওমী মাদ্রাসা , ফজলুল উলুম ক্বওমী মাদ্রাসা ও গাড়াবাড়ীযা আশরাফুল উলুম ক্বওমী মাদ্রাসার শিক্ষা র্থীরা অংশগ্রহণ করে।
দুইটি ইভেন্টে (ক্বিরাত শাখায় ১১ ও হেফজ শাখায় ১৫ জন) মোট ২৬ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন।
গাংনীর বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বিএনপি’র মশাল মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ

বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য ও গোপালগঞ্জে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নৈরাজ্যর বিরুদ্ধে মেহেরপুরের গাংনীতে বিরাট মশাল মিছিল করেছে বিএনপি।

গতকাল বুধবার রাতে গাংনী উপজেলা বিএনপি’র উদ্যোগে তাৎক্ষণিক এই মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু ও জেলা কৃষকদের আহ্বায়ক মাহাবুবুর রহমান মাহবুব এর নেতৃত্বে মশাল মিছিলটি গাংনী হাসপাতাল বাজার এলাকা থেকে শুরু হয়ে বড়বাজার, উত্তরপাড়া হয়ে শহীদ আবু সাঈদ চত্বরে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, গাংনী পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভি, গাংনী পৌর বিএনপি’র সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ডাকু, গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি শাজাহান সেলিম, মেহেরপুর জেলা ছাত্র দলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন, যুবদল নেতা শাহিবুল ইসলাম সহ বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এর আগে কাজিপুর গ্রামে বিরাট বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বিএনপির পক্ষ থেকে।